



বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩



জলাতঙ্কের অবসান, সকলে মিলে সমাধান

বিশেষ ক্রোড়পত্র, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বৃহস্পতিবার

সার্বিক সমন্বয় ও সহযোগিতায় ৪ তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়



রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
১৩ অধিবেশন ১৪৩০
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এবারও বাংলাদেশে ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জলাতঙ্ক বাংলাদেশে একটি পরিচিত রোগ হলেও সচেতনতা ও সঠিক পরিচর্যার অভাবে রোগটির প্রভাব অনেক বেশি। তাই জলাতঙ্কের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৭ সাল থেকে বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস পালিত হয়ে আসছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্যমতে বর্তমানে বিশ্বে প্রতি ৯ মিনিটে একজন মানুষ জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুবরণ করে এবং প্রতি দশজন মৃত্যুবরণকারীর মধ্যে চারজনই শিশু। সঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে জলাতঙ্ক শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের প্রতিপাদ্য Rabies: All for 1, One Health for All অর্থাৎ ‘জলাতঙ্কের অবসান, সকলে মিলে সমাধান’ সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধে সরকার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, বিআইটিআইডি হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনামূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী ভ্যাকসিন সরবরাহ করছে। বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জলাতঙ্কের হার পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেলেও ভৌগোলিক অবস্থান, অসচেতনতা, বুদ্ধিগুরু জনগোষ্ঠীর অনিয়মিত আচরণ ও ভ্রান্ত ধারণার জন্য এদেশে জলাতঙ্কের বৃদ্ধি এখনও বিদ্যমান। তাই সচেতনতা বৃদ্ধি, কুসংস্কার দূরীকরণ ও মানুষের আচরণ পরিবর্তনে সরকার কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর কার্যকরী অংশগ্রহণ অতীব জরুরি। এ লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা ও কার্যকর পদক্ষেপ জলাতঙ্ক নির্মূলে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন



রাষ্ট্রপতি

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ অধিবেশন ১৪৩০
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য Rabies: ALL FOR 1, ONE HEALTH FOR ALL অর্থাৎ ‘জলাতঙ্কের অবসান, সকলে মিলে সমাধান’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমরা ‘জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১’ প্রণয়ন করেছি। একটি গণস্বার্থী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করে যুগোপযোগী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠানসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সারাদেশে হাসপাতালগুলোর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসক, নার্স, সাপোর্ট স্টাফের সংখ্যাও বৃদ্ধি করেছি। গ্রাম পর্যায়ে জনগণের সোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সারাদেশে প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক জনগোষ্ঠীকে ফ্রি স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টিসেবা প্রদান করা হয়েছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোন ও অনলাইন প্রাকটিসের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা চালু করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে গত সাড়ে ১৪ বছরে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও অমূর্গ-৫ বছর বয়সি শিশুর মৃত্যুহার, অসুস্থি, খর্বতা, কম ওজন ইত্যাদি হ্রাসে ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে অসাধারণ সফলতা দেখিয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অর্জনসহ (এমডিজি) অর্জনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কোভিড-১৯ অভিযান পরিচালিত মোকাবেলায় আমরা কয়েকটি কর্মসূচি ও কৌশল অবলম্বন করি, যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। মহামারি রিকভারি সূচকে বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ১ম স্থান এবং সারাবিশ্বে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। করোনা ভ্যাকসিন প্রদানেও বিশ্বের প্রথম সারির ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। স্বাস্থ্যখাতের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ অর্জন করেছে এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড, গ্যাটি অ্যাওয়ার্ড ও ভ্যাকসিন হিরো অ্যাওয়ার্ড।

দেশে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসতে আমরা বদ্ধপরিকর। ২০০৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগ সরকার ধারাবাহিকভাবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিআইটিআইডি হাসপাতাল, চট্টগ্রাম ও সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী এবং জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনামূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকা সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও ব্যাপক হারে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, আক্রান্তদের চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের পাশাপাশি কুকুরের টিকা দান (এমডিজি) এবং কুকুরের জন্ম নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমে দেশকে জলাতঙ্কের বৃদ্ধি থেকে মুক্ত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। এ ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সমূহের কার্যকরী ভূমিকা আহ্বান করছি। জলাতঙ্ক বিষয়ক Global Strategy তে ২০৩০ সালের মধ্যে জলাতঙ্কমুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে লক্ষ্যে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

আমি বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হব।

আমি ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



রাষ্ট্রপতি

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে মিল রেখে বাংলাদেশে পালিত হতে যাচ্ছে ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩’। এ বছরের প্রতিপাদ্য Rabies: ALL FOR 1, ONE HEALTH FOR ALL যার বাংলা ভাবানুবাদ ‘জলাতঙ্কের অবসান, সকলে মিলে সমাধান’ সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

মরণব্যর্থ- জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুর হার শতভাগ। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে বছরে প্রায় ৫৯০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, আফ্রিকা ও এশিয়া অঞ্চলের অন্যান্য দেশে এই রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও, বাংলাদেশে এ সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্যখাতের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে জলাতঙ্ক নির্মূলে মাঠ পর্যায়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যেখানে ২০০৯ সালের পূর্ববর্তী সময়ে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল চার ডিজিটে, বর্তমান সরকারের নানামুখী পদক্ষেপে তা দুই ডিজিটে নেমে এসেছে।

জাতীয় জনসংস্কৃতির মাঝে জলাতঙ্ক রোগের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিআইটিআইডি হাসপাতাল, চট্টগ্রাম ও সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী এবং জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ বিনামূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী ভ্যাকসিন সরবরাহ করা হয়। জলাতঙ্ক নির্মূলে ইতোমধ্যে দেশজুড়ে এক রাউন্ড কুকুরের টিকাদান কর্মসূচি (এমডিজি) ব্যাপকহারে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে আরো দুই রাউন্ড কুকুরের টিকাদান কর্মসূচি ব্যাপকহারে পরিচালিত হবে।

আমরা জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে দেশব্যাপী ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। বাংলাদেশসহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সকল সদস্য দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে জলাতঙ্ক রোগ নির্মূলে একসঙ্গে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতা দেশ থেকে জলাতঙ্ক নির্মূলে লক্ষ্যে সরকার জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আমি ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩’ এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জাহিদ মালেক, এমপি



রাষ্ট্রপতি

সিনিয়র সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং তারিখে প্রতিবছরের ন্যায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশেও পালিত হতে যাচ্ছে ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩’। এ বছরে জলাতঙ্ক দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Rabies: ALL FOR 1, ONE HEALTH FOR ALL’ যার বাংলা ভাবানুবাদ ‘জলাতঙ্কের অবসান, সকলে মিলে সমাধান’।

বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সংবিধানে জীবন ধারণের অন্যান্য মৌলিক উপাদানের সাথে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে দেশের স্বাস্থ্যসেবার যে উন্নয়ন হচ্ছে তা আজ সারাবিশ্বে রোমাঞ্চের মতো। বর্তমানে সারাবিশ্বেই বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেলেও, বাংলাদেশ সরকারের নানামুখী স্বাস্থ্যবান্ধব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাতে ব্যস্তিত আছে দেশের মানুষ।

সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসূচি। আমরা জানি জলাতঙ্ক একটি সংক্রামক রোগ এবং বৈশ্বিক বিবেচনায় জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্তের হার এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

২০১১ সাল থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে জলাতঙ্ক নির্মূলে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কুকুর কামড় পরবর্তী সময়ে সঠিক পরিচর্যা, বিনামূল্যে টিকা প্রদান, জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সারাদেশে কুকুরের টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যেই জলাতঙ্কের প্রকোপ কমেছে গুরুতর। সামাজিক ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্তন, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানদানসহ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ডাক্তার কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

দেশব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ২০২৩ সালের মধ্যে SDG (Sustainable Development Goal) অর্জনের অঙ্গীকার সামনে রেখে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩ এর প্রেক্ষাপটে জলাতঙ্কের অবসান, সকলে মিলে সমাধান এর উপর গুরুত্ব প্রদান করলে লক্ষ্য বাস্তবায়ন আরও ত্বরান্বিত করবে।

আমি ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার



রাষ্ট্রপতি

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় অতি গুরুত্ব সহকারে বাংলাদেশেও উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২৩ এবারের প্রতিপাদ্য Rabies: ALL FOR 1, ONE HEALTH FOR ALL যার বাংলা ভাবানুবাদ ‘জলাতঙ্কের অবসান, সকলে মিলে সমাধান’ নির্ধারিত করা হয়েছে।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, কুসংস্কার দূরীকরণ ও মানুষের আচরণ পরিবর্তনে সকলকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ‘জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসূচি’ গ্রহণ করে যা সমগ্র বাংলাদেশের মানুষকে বিনামূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী ভ্যাকসিন Anti Rabies Vaccine (ARV) ও Rabies Immunoglobulin (RIG) সরবরাহ করছে। কুকুর টিকাদান কর্মসূচি এবং প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমের সুফল ইতোমধ্যেই দেশব্যাপী পেতে শুরু করেছে। জলাতঙ্ক রোগ নির্মূলে অভিযানের টেকসই রূপ দিতে হবে জনগণের শতভাগ প্রাণি কামড়ের আর্থিক চিকিৎসা ও ভ্যাকসিন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুর হার আনুমানিকভাবে কমেছে। বাংলাদেশে পরিচালিত কুকুর ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম পৃথিবীব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে রোগটি বাস্তবায়নের মানদণ্ডে বাংলাদেশের অবস্থান ২য় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

জলাতঙ্কমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অনুসারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা জুনেটিক ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে এবং আপাততঃ এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে এই আশা ব্যক্ত করছি।

আমি বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনের গৃহীত সকল কার্যক্রমের সর্বসীম সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম



রাষ্ট্রপতি

মহাপরিচালক
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর নির্যাদ প্রাণিক অমিষ উৎপাদন, প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দাখিলা দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনসহ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বিভিন্ন সময়ে দেশে উদ্ভূত সংক্রামক জুনিয়টিক রোগ (প্রাণি থেকে মানবদেহে সংক্রমিত রোগ) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে ফ্রন্টলাইনে কাজ করছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-এশিয়ায় সংক্রামক জুনিয়টিক রোগসমূহের মধ্যে জলাতঙ্ক একটি মারাত্মক জীবনহানী হাইসারজেনিট রোগ। প্রায় ৯৫ ভাগের অধিক ক্ষেত্রে মূলত কুকুরের কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে মানুষ ও গবাদি প্রাণীতে এ রোগটি ছড়ায়। এছাড়াও, বিড়াল, বেজি, শিয়াল, বানর, নেকড়েসহ অন্যান্য মাংসাদী প্রাণীর কামড় বা আঁচড়ে মাধ্যমেও জলাতঙ্ক হতে পারে। জলাতঙ্ক রোগ সম্পর্কে বৈশ্বিক জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবছর ২৮ সেপ্টেম্বর ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস’ পালিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় এবছরেরও সারাদেশের ন্যায় বাংলাদেশে বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এবারের প্রতিপাদ্য RABIES: ALL FOR 1, ONE HEALTH FOR ALL ‘জলাতঙ্কের অবসান, সকলে মিলে সমাধান’ একটি সময়োপযোগী এবং যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), বিশ্ব প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থা (WOAH) এবং বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক প্রণীত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), বিশ্ব প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থা (WOAH) এবং বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) কর্তৃক প্রণীত বৈশ্বিক কর্মশীল পরিকল্পনার (Global Strategic Plan) ২০৩০ সালের মধ্যে কুকুরবাহিত জলাতঙ্কে মানব মৃত্যুহার শূন্য (Zero by 30) লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিস্তৃত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। গবাদি প্রাণীতে জলাতঙ্করোগ প্রতিরোধে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত জলাতঙ্কের টিকা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গবাদি প্রাণীতে জলাতঙ্ক রোগের সার্ভিলেন্স কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। আর্থনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরীয় জলাতঙ্করোগ নির্য়কারী দেশের একমাত্র গবেষণাগার ‘সেন্ট্রাল ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন ল্যাবরেটরি (সিডিআইএল)’, মানব স্বাস্থ্য ও প্রাণি স্বাস্থ্যে জলাতঙ্ক রোগ নির্ণয়ে সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ধারাবাহিকভাবে বিগত কয়েক বছরে মানবও গবাদি প্রাণীতে জলাতঙ্ক রোগের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

২০৩০ সালের মধ্যে দেশ থেকে জলাতঙ্ক রোগ নির্মূলের অভিলক্ষ্য অর্জনে কেন্দ্রীয় থেকে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে সংশ্লিষ্ট সরকারি সহযোগিতা ও সমন্বয়, জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ জলাতঙ্কের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। একই সাথে ব্যাপক হারে কুকুরের টিকাদান কর্মসূচি ও প্রাণী অধিকার সুরক্ষায় প্রাণি কল্যাণ আইন’ ২০১৯ এর কার্যকর বাস্তবায়নে ইঙ্গিত সাফল্য অর্জন সম্ভব। আমি বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস’ ২০২৩ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয়বাংলা।

ডাঃ মোঃ এমদাদুল হক তালুকদার



রাষ্ট্রপতি

পরিচালক
রোগ নিয়ন্ত্রণ ও
লাইন ডাইরেক্টর (সিডিসি)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)- ৩.৬: সংক্রামক ব্যাধি নির্মূল এর অংশ হিসেবে জলাতঙ্ক রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা জুনেটিক ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের আওতায় জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

জলাতঙ্ক হাইসারজেনিট প্রাণবাহিত রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য। তবে সময়মত টিকা গ্রহণ করলে জলাতঙ্ক রোগ শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য। প্রাণিক ও দর্শিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে চিকিৎসা সেবা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সারাদেশে বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ‘জলাতঙ্ক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র’ DRPPC (District Rabies Prevention & Control Centre) ও URPPCC (Upazila Rabies Prevention & Control Centre) চালু করা হয়েছে। এ কেন্দ্রগুলো থেকে কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীর কামড়ের আর্থনিক ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিবছর প্রায় চার লক্ষের অধিক কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীর কামড়ের রোগীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ARV (Anti Rabies Vaccine) ও RIG (Rabies Immunoglobulin) টিকা দেয়া হয়। এর পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সমন্বয়ে ব্যাপকহারে কুকুরের টিকাদান MDV (Mass Dog Vaccination) কর্মসূচি সক্রিয় চলমান আছে। জাতীয় জলাতঙ্ক নির্মূল কর্মসূচির আওতায় ব্যাপকহারে কুকুরের টিকাদান কার্যক্রমের মাধ্যমে সলি সলি কর্পোরেশন ও জেলায় ১ম ডোজ জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকাদান সম্পন্ন করা হয়েছে, ৩৭টি জেলায় ২য় ডোজ এবং ৮টি জেলায় ৩য় ডোজ জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকাদান সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০১০ সালের পূর্বে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে দুই হাজারের অধিক মানুষ মারা যেত। সরকারের যথাসম্মত উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সূত্রাং ‘জলাতঙ্কের অবসান, সকলে মিলে সমাধান’ প্রোগ্রামকে সামনে রেখে জুনেটিক ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম কর্তৃক গৃহীত সকল সময়োপযোগী কার্যক্রম জলাতঙ্ক নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই আশা ব্যক্ত করছি।

আমি বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২০২৩ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আধ্যাপক ডা. মো. নাজমুল ইসলাম



জুনেটিক ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, কমিউনিকেশন ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর



প্রচারে ৪

লাইফস্টাইল, হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়



স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়